গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক জুনায়েদ হোসেন লিয়নকে নির্যাতনের অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

গত ২৫ নভেম্বর ২০১৩ রাত আনুমানিক ৪.০০ টায় গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার তরগাঁও গ্রামের মৃত আব্দুল গনি মাস্টার ও ইসমত আরা বেগমের ছেলে জুনায়েদ হোসেন লিয়ন (৩০) কে পাবুর গ্রামের মৃত মোশারফ হোসেনের বাড়ি থেকে আটকের পর থানা হাজতে নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে বলে লিয়নের স্ত্রী শামীমা চৌধুরী অভিযোগ করেছেন।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, জুনায়েদ হোসেন লিয়ন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কাপাসিয়া উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক। ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি তিনি পথের সাথী নামের একটি পরিবহন সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। ২৫ নভেম্বর ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৮.৩০ টায় লিয়নের গ্রেফতারের খবর জানতে পেরে তাঁর পরিবারের সদস্যরা কাপাসিয়া থানায় আসেন। কিন্তু কাপাসিয়া থানা পুলিশ সদস্যরা লিয়নের পরিবারের সদস্যদের থানার ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। ওই দিন দুপুর আনুমানিক ১.৩০ টায় অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আহসান উল্লাহর অনুমতি নিয়ে লিয়নের খালাতো ভাই আরিফ সরকার রুবেল তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তখন লিয়ন তাঁকে জানান, পুলিশ সদস্যরা লিয়নকে গ্রেফতার করার পর তাঁর হাত-পাসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পিটিয়েছে। এরপর থানা হাজতে লিয়ন অসুস্থ হয়ে পড়লে দুপুর আনুমানিক ২.৩০ টায় এসআই কুতুব উদ্দিনের নেতৃত্বে দুই জন পুলিশ সদস্য লিয়নকে একটি পিকআপ ভ্যানে উঠিয়ে কাপাসিয়া ৫০ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। আরিফ সরকার রুবেল তখন খবর পেয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ছুটে যান। কিন্তু এসআই কুতুব উদ্দিন আরিফকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে ঢুকতে দেয়নি। এসআই কুতুব উদ্দিন আরিফের সামনেই অন্য পুলিশ সদস্যকে বলে; স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রেজিস্ট্রি খাতায় যেন লিয়নকে ধরে আনার সময় ধস্তা-ধস্তি করে আঘাত পেয়েছে বলে দেখানো হয়। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে লিয়নকে থানায় নিয়ে আসার পর লিয়নের খালাতো ভাই আরিফ সরকার রুবেলের কাছে এসআই নাজমুল এর নাম বলে ৫০ হাজার টাকা দাবি করে থানার সোর্স হিসাবে পরিচিত এক ব্যক্তি। সে আরিফকে জানায়, ৫০ হাজার টাকা না দিলে লিয়নকে বিভিন্ন মামলায় আসামী করা হবে। এসআই নাজমুল হুদা জানান, কাপাসিয়া থানার সাধারণ ডায়েরি নং-৯২০; তারিখ ২৫/১১/২০১৩ মূলে অত্র থানার মামলা নং ১৪(১১)১৩ এর আসামী জুনায়েদ হোসেন লিয়নকে ২৫ নভেম্বর ২০১৩ রাত আনুমানিক ৪.০০ টায় মৃত মোশারফ হোসেনের গাজীপুরের পাবুর গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি আরও জানান, গ্রেফতার করার সময় লিয়নের সঙ্গে ধ্বস্তা ধ্বস্তি হওয়ার কারণে লিয়ন আহত হন। এছাড়া গ্রেফতারের পর লিয়নের ওপর নির্যাতনের অভিযোগের ব্যাপারও তিনি কিছু বলতে রাজি হননি। কাপাসিয়া ৫০ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার খাজা হাবীব সেলিম জানান, পুলিশ লিয়নকে হাসপাতালে আনার পর তাঁর শারীরিক অবস্থা দেখে মনে হয়েছে ভোঁতা কোন অস্ত্র দিয়ে তাঁকে আঘাত করা হয়েছে। এতে তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে যায়। এই জন্য লিয়নকে ব্যাথানাশক ইনজেকশন ও ঔষুধ দেয়া হয়। এরপর বিকেলে তাঁকে গাজীপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। প্রায় তিন মাস কারাভোগের পর গত ২৩ ফেব্রুয়ারি

২০১৪ লিয়ন জামিনে মুক্তি পান। বর্তমানে তিনি জামিনে থাকলেও তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের দায়ের করা দুটি মামলা চলমান রয়েছে।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- জুনায়েদ হোসেন লিয়নের আত্মীয়-স্বজন
- চিকিৎসক এবং
- আইন শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবি ঃ জুনায়েদ হোসেন লিয়ন

শামীমা চৌধুরী (২৪), লিয়নের স্ত্রী

শামীমা চৌধুরী *অধিকার*কে জানান, তাঁর স্বামী জুনায়েদ হোসেন লিয়ন গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক এবং একই সঙ্গে পথের সাথী পরিবহন সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক। গত ২৪ নভেম্বর ২০১৩ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.০০ টায় লিয়ন পথের সাথী পরিবহণ অফিস তরগাঁও এ যাওয়ার জন্য বাসা থেকে বের হয়ে যান। রাত আনুমানিক ১১.০০ টায় লিয়ন তাঁকে মোবাইল ফোনে জানান, পরদিন ২৫ নভেম্বর ২০১৩ বিএনপি অবরোধের ডাক দিয়েছে এই কারণে তিনি রাতে বাসায় ফিরবেন না। রাতে মামার বাড়ি পাবুর গ্রামে থাকবেন। ২৫ নভেম্বর সকাল আনুমানিক ৮.৩০ টায় প্রতিবেশী মাজেদা বেগমের কাছ থেকে জানতে পারেন, রাতে পাবুর গ্রামের লিয়নের মামা মৃত মোশারফ হোসেনের বাড়ি থেকে কাপাসিয়া থানার পুলিশ সদস্যরা লিয়ন এবং আরমানসহ আরো দুইজনকে গ্রেফতার করেছে। এই খবর পেয়ে তিনি তাঁর বাবা সাখাওয়াত হোসেন চৌধুরীকে বিষয়টি জানান। সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় তাঁর বাবা কাপাসিয়া থানায় যান। পরে তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে জানতে পারেন, লিয়নকে থানায় ধরে আনার পর পুলিশ তাঁর চোখ বেঁধে হাত-পা সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পিটিয়েছে। দুপুরে চিকিৎসার জন্য লিয়নকে কাপাসিয়া ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে নেয়ার পর সন্ধ্যায় তাঁকে জেলহাজতে পাঠানো হয়। তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিএনপি হরতাল কিংবা অবরোধের কর্মসূচী ঘোষণা করলেই পুলিশ সদস্যরা তাঁর বাড়িতে লিয়নকে খুঁজতে আসতো। কোন কোন সময় পুলিশ সদস্যরা গভীর রাতে তাঁদের গেটে আসতো এবং গেট না খুললে বাড়ির মুরব্বি ও মহিলাদের উদ্দেশ্য করে অশ্লীল গালি-গালাজ করতো। প্রায় তিন মাস কারাভোগের পর গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ লিয়ন জামিনে মুক্তি পান। লিয়ন বর্তমানে জামিনে থাকলেও তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের দায়ের করা দুটি মামলা চলমান রয়েছে।

সাখাওয়াত হোসেন চৌধুরী (৫২), লিয়নের শ্বশুড়

সাখাওয়াত হোসেন *অধিকার*কে জানান, ২৫ নভেম্বর ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৯.৩০ টায় তাঁর স্ত্রী হুমায়রা চৌধুরী তাঁকে জানান, ২৫ নভেম্বর ২০১৩ ভোররাতে কাপাসিয়া পুলিশ সদস্যরা জুনায়েদ হোসেন লিয়নকে গ্রেফতার করেছে। এই খবর পেয়ে তিনি প্রতিবেশী রফিকুল ইসলাম চৌধুরী জাকিরকে সঙ্গে নিয়ে সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় কাপাসিয়া থানায় যান। তিনি থানার ভেতরে ঢুকতে চাইলে থানার গেইটের দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যরা তাঁকে বাধা দেয়। একপর্যায়ে পুলিশ সদস্যরা তাঁকে গালিগালাজ করতে থাকে। তাঁরা থানার গেইট থেকেই দেখতে পান, থানা হাজতের মেঝেতে লিয়নসহ অপরিচিত আরেকজন পড়ে আছে। দুপুর আনুমানিক ২.৩০ টায় থানার বাইরে থেকেই দেখতে পান দুইজন পুলিশ সদস্য লিয়নকে টেনে হিঁচড়ে থানার ভেতর থেকে বের করে একটি পিকআপ ভ্যানে তুলছে। কিছুক্ষণ পর লোকমুখে জানতে পারেন ওই পিকআপ ভ্যানে করে লিয়নকে কাপাসিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয়েছে। এরপরও তিনি থানার সামনেই অবস্থান করতে থাকেন। আনুমানিক ৪.০০ টায় ওই পিকআপ ভ্যানে করে লিয়নকে পুনরায় থানায় আনা হয়।

আরিফ সরকার রুবেল (৩৫), লিয়নের খালাতো ভাই

আরিফ সরকার রুবেল *অধিকার*কে জানান, ২৫ নভেম্বর ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৮.৩০ টায় লিয়নের মা ইসমত আরা বেগম মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তাঁকে জানান যে, ২৫ নভেম্বর ২০১৩ ভোর রাতে কাপাসিয়া থানা পুলিশ লিয়নকে গ্রেফতার করেছে। এই খবর শোনার পর তিনি কাপাসিয়া থানায় যান এবং থানার গেইটে সেন্ট্রির দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যকে তাঁর পরিচয় দেন। সেন্ট্রি তাঁকে এসআই কুতুব উদ্দিনের কাছ থেকে জুনায়েদ হোসেন লিয়নের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি নিয়ে আসতে বলেন। কিন্তু এসআই কুতুব উদ্দিন তাঁকে থানার ভেতর ঢুকে লিয়নের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেয়নি। এরপর তিনি অনেকক্ষণ গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন। সকাল আনুমানিক ১১.০০ টায় অন্য একজন পুলিশ সদস্যের মাধ্যমে থানার ভেতরে ঢুকে হাজতখানায় লিয়নের সঙ্গে দেখা করেন। এই সময় লিয়ন হাজতখানার মেঝেতে পড়ে ছিলো। আরিফ প্রথমে লিয়নকে জিজ্ঞাসা করেন সে সকালের নাস্তা করেছে কিনা ? তখনই একজন পুলিশ সদস্য তাঁকে সেখান থেকে সরে যেতে বলে। এরপর দুপুর আনুমানিক ১.৩০ টায় অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আহসান উল্লাহ'র কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে লিয়নের সঙ্গে আবার দেখা করেন। তখন লিয়ন তাঁকে জানায়, গ্রেফতারের পর থানায় এনে তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে পুলিশ। থানা হাজতের সামনে দাঁড়িয়ে ৪/৫ মিনিট কথা বলার পরই আরেকজন পুলিশ সদস্য এসে আরিফকে সেখান থেকে চলে যেতে বলে। এরপর তিনি থানা ভবনের বাইরে এসে অপেক্ষা করতে থাকেন। আনুমানিক ২.৩০ টায় দেখতে পান ২/৩ জন পুলিশ সদস্য লিয়নকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে এসে পিকআপ ভ্যানে তুলছে। সেখান থেকে জানতে পারেন থানা হাজতে অসুস্থ হয়ে পড়ায় চিকিৎসার জন্য লিয়নকে কাপাসিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হচ্ছে। এই খবর শোনার পর তিনিও লিয়নকে বহনকারী পুলিশের ওই পিকআপের পিছু নিয়ে কাপাসিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান। কিন্তু হাসপাতালের জরুরী বিভাগের গেটের সামনেই এসআই কুতুব উদ্দিন তাঁকে আটকে দেন। এসআই কুতুব উদ্দিন দুইজন পুলিশ সদস্যকে ডেকে তাঁর সামনেই বলেন, হাসপাতালের রেজিস্ট্রি খাতায় যেন লিয়নকে গ্রেফতারের সময় ধস্তা ধস্তিতে আঘাত পেয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। তবে পরে তিনি জরুরি বিভাগে প্রবেশ করার সুযোগ পান। এই সময় তিনি দেখেন দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক পুলিশ সদস্যকে লিয়নের বাম হাতের কব্জি এক্স-রে করার পরামর্শ দিচ্ছে। হাসপাতাল থেকেই পরে লিয়নের কাছ থেকে জানতে পারেন, লিয়নকে ধরে আনার পর থানা হাজতে কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে তাঁকে পেটানো হয়েছিল। লিয়নের সঙ্গে থাকা আরমান নামের আরেক অভিযুক্তকেও

পিটিয়েছে পুলিশ। এরপর লিয়নকে থানায় নিয়ে আসা হয়। তিনিও থানায় চলে আসেন। থানায় আসার পর এসআই কুতুব উদ্দিন আরিফকে জানান, কেউ রাজনীতি করতে চাইলে আগে পুলিশের সঙ্গে বসতে হবে। পুলিশের ওপর কোন রংবাজ নেই। পুলিশের অনুমতি ছাড়া কেউ রাজনীতি করতে পারবে না। দুপুর আনুমানিক ৪.০০ টায় থানার সোর্স হিসাবে পরিচিত এক ব্যক্তি এসে আরিফকে বলে, ৫০ হাজার টাকা দিলে লিয়নকে কোন প্রকার মামলায় জড়ানো হবে না, তাকে শুধু সন্দেহজনকভাবে আটক দেখানো হবে। আর যদি টাকা না দেয়া হয় তাহলে অস্ত্র, মাদকদ্রব্য এবং বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনে অন্তত পাঁচটি মামলা দেয়া হবে। ওই লোকটি আরো জানায়, টাকা নেয়ার সময় এসআই নাজমুল উপস্থিত থেকে হাতে হাতে টাকা বুঝে নেবেন। কিন্তু আরিফ পুলিশকে টাকা দিতে রাজি হননি। এরপর সন্ধ্যায় লিয়নকে থানা হাজত থেকে গাজীপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। তবে আরিফ থানার ওই সোর্সের নাম জানাতে পারেননি।

এসআই কুতুব উদ্দিন, কাপাসিয়া থানা, গাজীপুর

এসআই কুতুব উদ্দিন *অধিকার*কে জানান, বিএনপি ও জামায়াতের আন্দোলনের সময় সহিংসতার কারণে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে জুনায়েদ হোসেন লিয়নকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় ধস্তাধস্তিতে তিনি সামান্য আহত হন। ২৫ নভেম্বর ২০১৩ দুপুরে ওসি আহসান উল্লাহর নির্দেশে তাঁকে কাপাসিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে চিকিৎসা করায় পুলিশ। চিকিৎসা শেষে চিকিৎসকদের অনুমতি নিয়ে আবার তাঁকে থানায় নিয়ে আসা হয়। থানা হাজতে রাখা অবস্থায় লিয়নকে নির্যাতনের বিষয় জানতে চাওয়া হলে তিনি তা অস্বীকার করেন।

এসআই নাজমুল হুদা, কাপাসিয়া থানা, গাজীপুর

এসআই নাজমুল হুদা *অধিকার*কে জানান, ২৫ নভেম্বর ২০১৩ তিনি বাদী হয়ে কাপাসিয়া থানায় যে মামলা (মামলা নম্বর- ২১) দায়ের করেছেন সে মামলার এজাহারের বক্তব্যই তাঁর বক্তব্য। এজাহারের বাইরে কিছু বলতে রাজি হননি এসআই নাজমুল হুদা। মামলার এজাহারে তিনি উল্লেখ করেন, কাপাসিয়া থানার সাধারণ ডায়েরি নং-৯২০; তারিখ ২৫/১১/২০১৩ মূলে অত্র থানার মামলা নং ১৪(১১)১৩ এর আসামী তরগাঁও গ্রামের মৃত আব্দুল গনি মাস্টারের ছেলে জুনায়েদ হোসেন লিয়ন, তরগাঁও পশ্চিম পাড়া গ্রামের মৃত আব্দুল বাতেনের ছেলে মোঃ আরমান, ভাটপাড়া গ্রামের আবুল হাশেমের ছেলে মোঃ ফারুক হোসেন, পাবুর গ্রামের মোশারফ হোসেনের ছেলে মোঃ সারোয়ার হোসেনকে ২৫ নভেম্বর ২০১৩ রাত আনুমানিক ৪.০০ টায় মোশারফ হোসেনের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার করার সময় লিয়নের সঙ্গে ধস্তা ধস্তি হওয়ার কারণে লিয়ন আহত হন। গ্রেফতার করার সময় ঘটনাস্থল থেকে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। এরপর এসআই নাজমুল হুদা বাদী হয়ে লিয়ন, আরমান, ফারুক এবং সারোয়ারকে আসামী করে কাপাসিয়া থানায় ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের ১৯(চ) ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। এছাড়া গ্রেফতারের পর লিয়নসহ থানায় আটক অন্যান্য অভিযুক্তদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগের ব্যাপারও তিনি কিছু বলতে রাজি হননি।

মোঃ আহসান উল্লাহ, অফিসার ইনচার্জ (ওসি), কাপাসিয়া থানা, গাজীপুর

মোঃ আহসান উল্লাহ *অধিকার*কে জানান, মামলায় অভিযুক্ত হিসেবে জুনায়েদ হোসেন লিয়নকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার করার পর থানা হেফাজতে লিয়নকে কোন ধরনের নির্যাতন করা হয়নি। তবে থানা হাজতে অসুস্থ বোধ করায় লিয়নকে কাপাসিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠিয়ে চিকিৎসা করানো হয়েছে বলে তিনি জানান ।

ডা. খাজা হাবীব সেলিম, মেডিকেল অফিসার, ৫০ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কাপাসিয়া, গাজীপুর

ডা. খাজা হাবীব সেলিম *অধিকার*কে জানান, ২৫ নভেম্বর ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ২.৪৫ টায় কাপাসিয়া থানার এসআই কুতুব উদ্দিন জুনায়েদ হোসেন লিয়ন নামের এক রোগীকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে আনেন। তিনি লিয়নের হাত, পা সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জখমের দাগ দেখতে পান। জখমের ধরণ দেখে তিনি ধারণা করেন, ভোঁতা কোন অস্ত্র দিয়ে লিয়নের শরীরে আঘাত করা হতে পারে। এরপর তাঁকে ব্যথানাশক ইনজেকশন ও ঔষুধ দেয়া হয়। এসআই কুতুব উদ্দিনকে লিয়নের বাম হাতের কব্জি এক্স রে করার পরামর্শ দেন তিনি।

অধিকারের বক্তব্যঃ

বাংলাদেশের সংবিধান, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং নির্যাতন বিরোধী আন্তর্জাতিক সনদ প্রত্যেকটিতে নির্যাতন নিষিদ্ধ। তারপরেও বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত নির্যাতন বেড়েই চলছে, যা দেশের আইনের শাসনকে ইতিমধ্যেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। *অধিকার* নির্যাতন প্রতিরোধে সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে এবং অতি সম্প্রতি পাশকৃত নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। সেই সঙ্গে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে জুনায়েদ হোসেন লিয়নকে নির্যাতনকারী পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ারও দাবি জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-